بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমআ

৬ষ্ঠ হিজরী সনের কতিপয় যুদ্ধাভিযানের প্রেক্ষাপটে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের বর্ণনা

এবং দুনিয়ার অবনতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আসমানী বিপর্যয় সম্পর্কে দোয়া করার নির্দেশনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্‌মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্‌রিহিল আযিয কর্তৃক ২০ ডিসেম্বর, ২০২৪ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্‌হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্‌মানির রহিম। আল্‌হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্‌মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্‌তাঈ'ন। ইহ্‌দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্‌দল্লীন।

তাশাহ্‌হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন ঃ

বিভিন্ন সারিয়্যা ও যুদ্ধের ঘটনার আলোকে মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত বর্ণনা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসে **উকাশা বিন মিহসানের সারিয়্যা**'রও উল্লেখ পাওয়া যায়। উকাশা বিন মিহসানের এই অভিযান গামার মারযূকের দিকে হয়েছিল। ষষ্ঠ হিজরীর রবিউল আউয়াল (মাসে) এই অভিযান পরিচালিত হয়। সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) উল্লেখ আছে, মহানবী (সা.) তাঁর একজন মুহাজির সাহাবী উকাশা বিন মিহসান (রা.)-র নেতৃত্বে চল্লিশ জন মুসলমানের (একটি দলকে) বনু আসাদ গোত্রকে মোকাবিলা করার জন্য প্রেরণ করেন। বনু আসাদ গোত্রের লোকেরা মুসলমানদের আগমনের সংবাদ পেয়ে দিগ্বিদিক ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছিল।

আরেকটি সারিয়্যা হলো, **সারিয়্যা মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)**। মহানবী (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র নেতৃত্বে ৬ষ্ঠ হিজরীর রবিউস সানী মাসে ১০ জনের একটি দল যুল কাসসা অভিমুখে প্রেরণ করেন। এই দলটি সেখানে পৌঁছলে প্রতিপক্ষের একশত লোক তাদের ঘিরে ফেলে এবং বর্শা ও তীর নিয়ে তাদের ওপর হামলা করে এবং সবাইকে শহীদ করে। হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে যান। শত্রুরা তাদের কাপড় খুলে নিয়ে সেখানে ফেলে রেখে চলে যায়। একজন মুসলমান শহীদদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় (শহীদদের দেখে) ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন পাঠ করেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) তার শব্দ শুনে নড়ে ওঠেন। তিনি তাকে [মাসলামা (রা.)-কে] খাবার দেন এবং নিজের বাহনে করে তাকে মদীনায় নিয়ে আসেন।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সঙ্গীদের শাহাদতের জন্য দায়ী শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যও একটি অভিযানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই অভিযানকে **হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্‌'র সারিয়্যা** বলে। এর বিশদ বিবরণে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) লিখেছেন, মহানবী (সা.) মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র সাথীদের শাহাদতের দুঃসংবাদটি পাওয়ার পাশাপাশি আরো জানতে পারেন, বনু সালাবা গোত্র মদীনায় আক্রমণের ষড়যন্ত্র করছে। তাই তিনি (সা.) আবু উবাদা বিন জাররাহ (রা.)-এর নেতৃত্বে ৪০জন সাহাবীর একটি দলকে দ্রুত সেখানে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশানুযায়ী তারা সারারাত যাত্রা করে সকালের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যান এবং শত্রুদের ঘিরে ফেলেন। সামান্য লড়াইয়ের পর তারা রণেভঙ্গ দিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। এরপর আবু উবায়দা (রা.)-র দল মালে গণিমত সংগ্রহ করে মদীনায় ফিরে আসেন।

হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) ও হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ (রা.) উভয়ে বুযূর্গ এবং জ্যেষ্ঠ সাহাবী হিসেবে গণ্য হতেন। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) আনসারী নিজের ব্যক্তিগত গুণাবলীর পাশাপাশি ইহুদী নেতা কাব বিন আশরাফের বধকারী ছিলেন। কেননা এই নৈরাজ্যবাদি তার হাতেই নিজের কর্মের পরিণাম ভোগ করেছিল। মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) আনসারের অওস গোত্রের সদস্য ছিলেন। হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে (তাকে) তাঁর বিশেষ আস্থাভাজন জ্ঞান করা হতো। আর এ কারণে উমর (রা.) সাধারণত তাকেই নিজের গভর্নরদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ তদন্তের জন্য প্রেরণ করতেন। হযরত উসমান (রা.)- র মৃত্যুর পর মুসলমানদের মাঝে যখন অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের দ্বার উন্মোচিত হয় তখন মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.) নিজের তরবারিকে একটি পাথরে আঘাত করে ভেঙে ফেলে নিজের হাতে একটি লাঠি তুলে নেন। কেউ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি (উত্তরে) বলেন, মহানবী (সা.)-এর কাছ থেকে আমি একথাই শুনেছি, 'মুসলমানদের মাঝে যখন পারস্পরিক হত্যা, খুন ও অরাজকতার দ্বার উন্মোচিত হবে তখন তুমি তরবারি ভেঙে বাড়িতে এমনভাবে নির্জনে বসে থাকবে যেভাবে কোনো কক্ষে এর মেঝে পড়ে থাকে।' এই আদেশ সম্ভবত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র জন্য অথবা কেবল সেই নৈরাজ্যের জন্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য ছিল, নতুবা কোনো কোনো সময় অভ্যন্তরীণ নৈরাজ্যের মোকাবিলা বা প্রতিহত করাও একটি প্রকৃষ্ট ধর্মসেবার বৈশিষ্ট্য রাখে।

দ্বিতীয় সাহাবী ছিলেন, আবু উবায়দা বিন আল্ জার্‌রাহ্ (রা.)। তিনিও শীর্ষস্থানীয় সাহাবীদের একজন ছিলেন এবং কুরাইশী ছিলেন। তার উচ্চপদমর্যাদার বিষয়টি এর মাধ্যমেও প্রকাশ পায় যে, মহানবী (সা.) তাকে **'আমীনুল মিল্লাত'** উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। মহানবী (সা.)-এর তিরোধাণের পর হযরত আবু বকর (রা.) যে দু'জন সাহাবীকে খিলাফতের যোগ্য মনে করেছিলেন তাদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। আবু উবায়দা (রা.) হযরত উমর (রা.)'র যুগে প্লেগের মহামারিতে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হন।

এরপর একটি সারিয়্যা হলো, **সারিয়্যা যায়েদ বিন হারেসা**। ৬ষ্ঠ হিজরী সনের রবিউল আখের মাসে বনু সুলায়ম গোত্রের অভিমুখে প্রেরণ করেন।

অনুরূপভাবে মহানবী (সা.) আরেক **সারিয়্যায় যায়েদ বিন হারেসা (রা.)**-কে ৬ষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে ১৭০জন সাহাবীর নেতা মনোনীত করে ঈস নামক স্থানে প্রেরণ করেন। এ সময় মহানবী (সা.)-এর জামাতা আবুল আস বিন রবীয়্যার বন্দি হওয়া এবং মুসলমান হওয়ার ঘটনাও পাওয়া যায়। আবুল আস তার ব্যবসায়িক সামগ্রী মুসলমানদের হাতে চলে যাওয়ার পর পালিয়ে মদীনায় চলে আসে এবং হযরত যয়নব (রা.)-র কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। হযরত যয়নব (রা.) তাকে আশ্রয় প্রদান করেন। মহানবী (সা.) ফজরের নামাযের সময় যয়নব (রা.) কর্তৃক আবুল আস'কে আশ্রয় প্রদানের ঘটনা জানার পর লোকদের উদ্দেশ্য করে বলেন, আমি এইমাত্র এ বিষয়টি জানতে পারলাম, ইতঃপূর্বে এ ঘটনা জানতাম না। এরপর তিনি (সা.)

হযরত যয়নব (রা.)-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে আবুল আসের সম্পদ ফেরত দেওয়ার সুপারিশ করেন, যার ভিত্তিতে শুধু আবুল আস নয়, অন্যান্য সকল ব্যক্তির সম্পদও ফেরত দেওয়া হয়। আবুল-আস মক্কায় ফিরে আসেন এবং জনগণকে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেন এবং মক্কাবাসীদের কাছে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। ইসলাম কবুলের ঘোষণার পর আবুল আস মদীনায় আসেন, এরপর তিনি (সা.) হযরত যয়নব (রা.)-কে পুনরায় কোনো বিয়ে ছাড়াই তার কাছে ফেরত পাঠান। হযরত আবুল আস (রা.)-এর ব্যবসা মক্কায় ছিল, তাই তিনি মদীনায় বেশিক্ষণ থাকতে না পেরে মক্কায় ফিরে আসেন। আবু আল-আস ১২ হিজরিতে মারা যান।

বনু লাহিয়ানের একটি অভিযান জামাদি আল-আওলা ৬ হিজরিতে হয়েছিল। এই যুদ্ধের পটভূমিতে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) 'রাজী'র ঘটনা উল্লেখ করেছেন, যখন দশজন নিরীহ মুসলমান নির্মমভাবে শহীদ হয়েছিল। যেহেতু বনু লাহিয়ানরা তখনও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল, তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করাই উপযুক্ত মনে করলেন। তাই, মহানবী (সা.) দুইশত সাহাবী ও বিশটি ঘোড়া নিয়ে অভিযানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। মহানবী (সা.) তাদের অজ্ঞতাবশত সেখানে পৌঁছে যান, কিন্তু বনু লাহিয়ানরা মহানবী (সা.)-এর আগমনের খবর পেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় লুকিয়ে পড়ে এবং তাই কাউকে বন্দি করা সম্ভব হয় নি। তিনি (সা.) কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করে চারিদিকে তাদের খোঁজ নিতে থাকেন। অবশেষে ফেরত যাত্রা করেন এবং যেখানে ১০জন সাহাবীকে শহীদ করা হয়েছিল সেখানে পৌঁছে মহানবী (সা.) শহীদদের কথা স্মরণ করে খুবই মর্মাহত হন। এরপর তিনি ব্যাথাভরা হৃদয়ে তাদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন যে, ফিরতি যাত্রার সময় তিনি (সা.) একটি দোয়া করেন যা পরবর্তীতে মুসলমানরা নিজেদের গুরুত্বপূর্ণ সফর থেকে প্রত্যাবর্তনকালে সাধারণত পাঠ করত আর সেই দোয়াটি হলো,

اٰئِبُوْنَ تَآئِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ

অর্থাৎ, আমরা আমাদের খোদা তা'লার দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, তাঁরই সমীপে বিনত হই, তাঁরই ইবাদতকারী, তাঁরই দরবারে সিজদাকারী এবং আমাদের প্রভুর গুণকীর্তণকারী। মহানবী (সা.) নিজেও তাঁর পরবর্তী সফরগুলোতে সাধারণত এ দোয়া পাঠ করতেন আর কখনো কখনো এর সাথে এই শব্দাবলি যুক্ত করতেন যে,

صَدَقَ اللّٰهُ وَعْدَهٗ وَنَصَرَ عَبْدَهٗ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهٗ

অর্থাৎ, আমাদের খোদা স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং নিজ বান্দার সাহায্য করেছেন। আর শত্রুদলকে স্বয়ং নিজ শক্তিবলে পশ্চাৎপদ করেছেন।

এই দোয়া নিজের মাঝে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আর এটি পাঠের মাধ্যমে সেই আবেগ-অনুভূতির অনুমান করার সুযোগ লাভ হয় যা সেই অরাজকতাপূর্ণ যুগে মহানবী (সা.)-এর (যার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গিত) পবিত্র হৃদয়ে তরঙ্গায়িত হচ্ছিল এবং যা মহানবী (সা.) স্বীয় সাহাবীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এ দোয়ায় এই ব্যাকুলতা সুপ্ত রয়েছে যে, শত্রুদের পক্ষ থেকে যে প্রতিবন্ধকতা মুসলমানদের ইবাদতবন্দেগী এবং ইসলামের শান্তিপূর্ণ তবলীগের পথে সৃষ্টি করা হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লা তা দূর করুন।

এরপর আরও একটি অভিযান তথা **যায়েদ বিন হারেসার অভিযান** রয়েছে। এই অভিযান ষষ্ঠ হিজরী সনের জমাদিউল আখের মাসে সংঘটিত হয়। মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-কে পনেরো জন লোকসহ বনু সালেবা বিন সা'দ গোত্র অভিমুখে তারেফ নামক স্থানে প্রেরণ করেন। কিন্তু কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

হুযূর (আই.) বলেন, এই আলোচনার ধারা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। এরপর হুযূর (আই.) বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে দোয়ার আহ্বান করতে গিয়ে বলেন, সিরিয়ায় যে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু বলা যাচ্ছে না। যদিও বলা হচ্ছে, এক অত্যাচারী শাসকের শাসনকাল শেষ হয়েছে। কিন্তু দোয়া করুন যেন পরবর্তী সরকার ন্যায়পরায়ণতার সাথে কাজ করে। আল্লাহ্ তা'লা সেই এলাকার আহমদীদের নিরাপদে রাখুন। বিশ্লেষকরা লিখেছে যে, অত্যাচার শেষ হওয়ায় বাহ্যত মানুষ আনন্দ উদ্‌যাপন করছে, কিন্তু ভবিষ্যতে কী হবে– তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এছাড়া বিনা কারণে ইসরাঈলও এসব এলাকায় আক্রমণ করছে। বাহ্যত মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোর বিরুদ্ধে তাদের উদ্দেশ্য ভয়ানক বলে মনে হচ্ছে। এই প্রেক্ষিতে পাকিস্তানের জন্যও দোয়া করুন। ইরানসহ অন্যান্য দেশের জন্যও দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের বিবেক ও চেতনাবোধ দান করুন। আল্লাহ্ তা'লা সকল আহমদীকে তাদের অনিষ্ট থেকে সুরক্ষিত রাখুন। আহমদীরা না এসব নামসর্বস্ব মুসলমানের হাতে নিরাপদ, আর না মুসলিম বিরোধী অন্যদের হাতে নিরাপদ। একইসাথে সাম্প্রতিক সময়ে পৃথিবীতে অসংখ্য ঘূর্ণিঝড় হচ্ছে। দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'লা এসব উপদ্বীপকে ঐশী বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত রাখেন।

পরিশেষে হুযূর (আই.) দুজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করেন। প্রথম স্মৃতিচারণ হলো, পাকিস্তানের মিরপুর খাস নিবাসী শহীদ জনাব আমীর হাসান মারাণ্ডি সাহেবের, যাকে গত ১৩ই ডিসেম্বর সকালে বিরোধীরা গুলি করে শহীদ করে ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ হলো, ইন্দোনেশিয়ার মুবাল্লিগ মওলানা আব্দুস সাত্তার রউফ সাহেবের, যিনি সম্প্রতি ৭৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন,ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। হুযূর (আই.) তাদের উভয়ের বিদেহী আত্মার শান্তি ও মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar(at)

20 December 2024

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....P.O.....
Distt.....Pin.....W.B

To,

বিশদে জানতে : Toll Free No.1800 103 2131 www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat